দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ AUG. 20 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল

বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষকগণকে সরকারী কর্মচারী তথা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীভুক্ত করেন। যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারীকরণের পাশাপাশি তাঁহাদের পদমর্যাদাস্বরূপ তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত বেতন স্কেলের ২০টি ধাপের মধ্যে ১১ হইতে ১৮ নম্বর স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপ-যেমনঃ (৯৭-এর স্কেল) প্রধান শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণবিহীন অবস্থা ১৭ নম্বর স্কেল অর্থাৎ ১৭৫০-৮০×৭-২৩১০ ইবি ৯০×১১-৩৩০০/- এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ১৫ নম্বর স্কেল অর্থাৎ ১৯৭৫-১০৫×৭-২৭১০ ইবি ১১০×১১-৩৯২০। সহকারী শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণবিহীন অবস্থা ১৮ নম্বর স্কেল অর্থাৎ ১৬২৫-৬৫×৭-২০৮০ ইবি-৭৫×১১-২৯০৫/- এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অবস্থা ১৬ নম্বর স্কেল অর্থাৎ ১৮৭৫-৯০×৭-২৫০৫ ইবি ১০০×১১-৩৬০৫ টাকা বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর অন্যান্য কর্মচারীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল সত্যিকার অর্থেই নিম্ন পর্যায়ের। প্রাথমিক শিক্ষকগণ প্রচলিত বেতন স্কেল মোতাবেক যে বেতন-ভাতা পান, উহা দ্বারা জীবনযাত্রার ব্যয়ভার নির্বাহ করা খুবই কষ্টদায়ক। তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম এবং বর্তমান বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রমের পরিধির মধ্যে ব্যবধান অনেক। পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়দায়িত্ব এবং কর্ম তৎপরতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের শ্রমের সঠিক মর্যাদাস্বরূপ উচ্চতর বেতন স্কেল অর্থাৎ বর্তমানে চালুকৃত বেতন স্কেল হইতে কমপক্ষে তিনধাপ উপরের স্কেলে বেতন নির্ধারণ করা হইলে শিক্ষকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ভার নির্বাহ করা অনেকটা সহজসাধ্য হইবে, বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ,বি,এম ছালেম,
সহকারী প্রধান শিক্ষক,
শ্রীঘর উত্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।